দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

লক্ষ্মীপুরে এস এস সির উত্তরপত্র নিয়া জালিয়াতি

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর থানার দত্তপাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের (লক্ষ্মীপুর-২) আওতায় ১৯৯৮ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী দত্তপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের একটি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশের উত্তরপত্রের অপটিক্যাল মার্ক রিডিং (ওএমআর) পরিবর্তন করিয়া জাল ওএমআর প্রস্তুতকরতঃ ঢাকাস্থ বোর্ডের কমপিউটার কেন্দ্রে প্রেরণ করায় ৭জন ছাত্রীই অকৃতকার্য হয়। মার্কশীটে দেখা যায়, তাহাদের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৭৫৯, ৭৩১, ৬৬০, ৬৩৭, ৫৯৯, ৬৩৮ ও ৫৮০। তাহারা একটি করিয়া বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে ০১, ০২, ও ০৩ করিয়া পাইয়াছে। অপ্রত্যাশিত এই ফলাফলে অভিভাবকগণ বোর্ড কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইহাকে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কারসাজি আখ্যা দিয়া প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করিয়া একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য সদর থানার টিএনও'কে অনুরোধ করিয়া পত্র পাঠান। কিন্তু কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ বা সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে কেন্দ্র বাতিল হইয়া যাইবে, জেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র হইলে নিরীহ অভিভাবকদের দুর্ভোগের সীমা থাকিবে না ইত্যাদি বক্তব্য প্রচার করিয়া একটি মহল অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করিতেছে এবং যাহাতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, সেইজন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতেছে। তদন্ত বিরোধী জনমত গঠনে বিভিন্ন কেন্দ্রের কতিপয় কর্মকর্তা বিশেষ তৎপরতা চালাইতেছেন বলিয়া অভিভাবক মহল তাহাদেরকে ঘটনার নেপথ্য নায়ক মনে করিতেছেন। আমরা মনে করি তদন্তকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হইলে উক্ত জালিয়াতির নায়করা ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেই থাকিয়া যাইবে, ফলে পরীক্ষার উত্তরপত্র নিয়া এরূপ অপতৎপরতা অব্যাহত থাকিবে। তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের আকুল আবেদন, যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের সনাক্ত এবং বিচারের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মানসিক যাতনা, আর্থিক ক্ষতি ও অহেতুক হয়রানি হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

মোঃ শামসুর রহমান চৌধুরী
দত্তপাড়া, লক্ষ্মীপুর-৩৭০৬